যেই লাইগ্যা মুই পয়সাআলা অইতারি নাই

মার্ক ড্যাপিন

অনুবাদঃ আখতার-উজ-জামান

পুরাডা টাইম যে মোরা ভালোমানুষ ধোয়া তুলসিপাতা আছিলাম, হেই রহম কইতারি না। মোড কতা বোতল মোতল মোগো লগেই থাকত। সনির বউ যেদিন ভাগলো হেই দিন থোন হালা ভোদাই এক রাইতও থাকতারে নাই বোতল ছাড়া। তয় কতা কি, এর লাইগ্যা অরে কোন দোষ দেওন যায় নিহি? জীবনে এই রহম এট্টা ধাক্কা খাইলে ব্যাকটি রাস্তার ধারের ব্যাহা খাম্বার লাহান অইয়া যাইতারে!

মুইও বোতল টানি খায়েশে। সনির লাহান মোরেও কোলোম এই বাবদে কোন দোষ দিতারবেন না। মুই ক্যালই গ্রাফটনের লাল দালান খাইড্ডা আইছি ঝাড়া পাচডা বচ্ছর। অই প্যাট্রোল পাম্পের ঘডনা আর কি। তয় আমনেগো এট্টা কতা কই ভাই, গ্রাফটন জাগাডা বড় কডিন। ইট্টু গানবাজনা কইরা যে মাইনষে মোন ঠান্ডা করবে, হেই পাইলও নাই। এইসবের ধারে কাছে যায় না কেউ অইহানে।

কিন্তু সাম্বাদিকরা যে ল্যাখছে মোরা দুইডায় মাতাল আছিলাম ঘডনার পুরা টাইমে, হেইডা ঠিক না। হ্যারা যে আরো ল্যাখছে মোগো কোন বাড়িঘড় নাই, হেইডাও ঠিক না। মুই থাকতাম হ্যারিস পার্কের এট্টা পুনর্বাসনের বাড়িতে, আর সনি ঘুমাইতো অর বইনের বাড়ির বহার ঘরে। এইগুলান কি বাড়িঘর না নাহি? হ্যাছাড়া সাম্বাদিকরা যে আরো ল্যাখছে মোরা আছিলাম 'ভোদাই ডাহাইত' হেইডা হ্যারা না ল্যাখলেও পারত। মোরা তো ভোদাই না, মোরা সাদারন ব্যাডা মানুষ। খালি কপালের ফ্যারে আইজ এই অবস্থা।

ব্যাংক লুডের বুদ্দিডা মোর মাতায় আহে একদিন প্যারামাডা নদীর ধারে বইয়া বোতল টানার কালে। নদীর বাতাসে মোগো বুদ্দিসুদ্দি আরো খোলাসা হওয়া উচিত আছিল। কিন্তু হেইডা অয় নাই। ভাইগ্যো খারাপ থাকলে যা অয় আর কি! আমনেগো আরেট্টা কতা কই। ঘডনা ঘডছে উন্নিশশো অষ্টাশি সালে। হেইকালে মানুষজন কেউ কম্পিউটার টম্পিউটার কিছু জানতো না। হেইগুলা জানতো খালি বড় বড় বিজ্ঞানিরা আর শয়তান ময়তান দুনিয়া ধ্বংস কইরা হালাইতে চায় যারা হ্যারাই।

ব্যাংকের ঘড়ডা মোরা দেখতাছিলাম ম্যালা দিন ধইরা। এইডা বন্দো অইতো বেইল ঠিক পাচডার কালা। কিন্তু সিকুরিডির গাড়ি আইয়া টাহাপয়সা জিনিষপত্র লইয়া যাইতো ঠিক সাড়ে তিনডার কালা। প্রেত্তেকদিন একই রুডিন। হের মাইনে অইলো গিয়া হিসাব খুব সোজা–শ্যাষ বেইলের যে লেন-দেন টাহা পয়সা হেইগুলা সব রাইতে থাকতো ব্যাংকের মইদ্দে। ব্যাংকের বাড়িডা আছিলো ভালোই শক্তপোক্ত। সবকয়ডা জানলায় শিক দেওয়া। দিনে দরজায় সব সোমায় পাহারাদার। আর রাইতে ঘন্ডায় ঘন্ডায় সিকুরিডি কোম্পানির গাড়ি ঘুল্লা দিত। ব্যাংকডায় টাহা বাইর কইরা দেওয়ার কোন এটিএম মেশিন আছিলো না। কিন্তু হেইকালে অনেক ব্যাংকেই এইসব মেশিন থাকতো না। দুনিয়াডা যে দিনে দিনে কত পাল্ডাইয়া গেছে, কি আর কমু!

মোগো লইয়া ব্যাকটি যেমনে কতাবারতা কয়, হেইগুলা হোনলে মোনে অয় মোরা আহাম্মক ছাড়া আর কিছু না। কিন্তু আহাম্মকই যদি অইতাম তয় এট্টা রকেট লঞ্চার যোগার করলাম কেমনে? আমনেরা যদি মোনে করেন এইগুলা যোগার করা কোন ব্যাপার না, তয় একবার চেষ্টা কইরা দেখতারেন।

ক্যানিবালস মডর সাইকেল কেলাবের মানুষজনের লগে সনির চিন-পরিচয় আছিল। 'চিন-পরিচয়' মাইনে অইল যাইয়া ও হ্যাগো আশেপাশে ঘুরাঘুরি করত, আর হ্যাগো হাত নিশপিশ করলে, কেউরে মারতে ইচ্ছা করলে, অরে ধইরা ধইরা বানাইত। সনিরে হ্যারা কোনদিন কেলাবের পুরা মেম্বর বানায় নাই। অরে যে হ্যারা ভোদাই মনে করত আর হের লাইগ্যা মেম্বর বানায় নাই, হেইডা না। ক্যানিবালস কেলাবের মেম্বর অইতে অইলে বিরাট কোনো বুদ্দিঅলা অইতে অয় না; আমনের খালি জানতে অইব ক্যামনে মডর সাইকেল চালাইতে অয় আর ক্যামনে আর ব্যাকটির লাহান চুইংগাম চাবাইতে অয়। কডিন তো কিছু না। আসল কতা অইল সনিরে হ্যারা পুরাডা বিশ্বাস করতারত না। হ্যার লাইগ্যা অরে কোনদিন পুরা মেম্বর বানায় নাই।

যাই অউক, সনি হালায় জানত রকেট লঞ্চার হ্যারা কোতায় রাহে। এক রাইতে ক্যানিবালসরা দল বাইন্দা পোকার মেশিনে জুয়া খেলতে গেলে মোরা দুইজন কেলাব ঘরে ঢুইক্কা এট্টা রকেট লঞ্চার চুরি কইরা লইয়া আহি। সোজা কাম। বাইরাইয়া আহার কালে মোরা ঘরের দেওয়ালে এট্টা বড় ফুডা বানাইয়া আহি যাতে ক্যানিবালসরা মনে করে যে কামডা কামাঞ্চিগো করা।

মোগো পড়নে আছিল প্লাম্বারগো লাহান মোডা নীল কাপুড়ের জোব্বা। বুদ্দিডা এককারে খারাপ আছিল না। রকেট লঞ্চার তো দ্যাখতে লম্বা পাইপের লাহান, না কি কন? জর্জ ষ্ট্রীটের রাস্তা ধইরা সোজা হাইড্ডা গেছি। কেউ আমাগো কিচ্ছু জিগায় নাই, কেই পুলিশ ডাহে নাই। এর মইদ্দে আহাম্মুকির কি আছে? প্লাম্বিংয়ের কাম যারা করে, হ্যারা তো খালি পায়খানা ঠিক করে না, হ্যারা গোছলখানা ঠিক করে, সুইমিংপুলের কাম করে। আরো কত কিছু করে ঠিক আছে নি! প্লাম্বারগো ভ্যাক ধরছি বইল্লা কি আমাগো 'ভোদাই ডাহাইত' নাম দিতে অইব? আপনেরাই কন?

সনির বইনের বাড়ি অইল মেডোব্যাংক-এ। সনি মেডোব্যাংকে থাহার কারণে মোগো কপালডা আরো ইট্টু ভালো অইলেও অইতারত। কিন্তু বড়ই আপসোস, ব্যাডা ব্যাংক নামের এট্টা মহল্লায় থাকতো, কিন্তু ব্যাংকের কায়কারবার কিছু জানতো না। তয়, অরে আর কি দোষ দিমু! সামনে কি আছে কপালে, হেইডাতো কি আর মানুষ ঘডনা ঘডার আগে জানতারে, কন?

প্রত্যেকদিন সনি প্যারামাডা আইত মোর লগে বইয়া ব্যাংকডা নজরদারি করার লাইগ্যা। মোরা দ্যাখতাম সিকুরিডির গাড়িডা সব সোমায় শেষ ঘুল্লা দেওনের আগে প্যাট্রোল লইত যাতে পরের দিন বেইন্না কালা টাংকিতে ত্যাল থাহে। ১৯৮৩ সালে মুই যে প্যাট্রোল পাম্পের দোহানে ডাহাতি করছিলাম, সিকুরিডির লোকজন হেই পাম্পের থোনই ত্যাল নিত। কিন্তু হেইহানে আগের কর্মচারিরা কেউ আর কাম করত না। প্যাট্রোল পাম্পের লাহান জাগায় কর্মচারি খালি পাল্ডায়। মানুষজন কাম করতে আহে আর দুইদিন পরপরই হাইড্ডা যায়। কেহই বেশিদিন টেহে না।

সনি দ্যাখতে ছোডখাড; হের লাইগ্যা মোরা বুদ্দি করলাম যে রকেট লঞ্চারডা অর পিডে বাইন্দা দিমু আর অরে এট্টা লাগাম বানাইয়া দিমু। ঠিক করলাম মুই যাইয়া সিকুরিডির ব্যাডাগো লগে কতাকুতা কমু

যাতে হ্যারা গাড়ির দিহে খেয়াল না দিতারে। এই ফাহে সনি গাড়ির চেসিজের লগে নিজেরে বাইন্দা হালাইবে। আর অই ব্যাডারা যেইকালে ত্যালের পয়সা দেওনের লাইগ্যা দোহানে যাইব, হেই ফাহে মুই গাড়ির নিচে হান্দাইয়া যামু। পেপারের খবর পড়লে আমনেগো মনে অইব মোগো পেলান বুদ্দি সব ভচকাইয়া গেছিল। কিন্তু এই বুদ্দিডা ঠিক ঠিকই কামে লাগছিলো।

আর, হাচা কতা অইল ঘডনার আগে মোরা ব্যাংকের বাড়িডায় কোন রেহি করতে যাই নাই। ক্যান জানেন? কারণ অইল রেহি করতে গেলেই ধরা খাইতে অয়। হ্যারা সিকুরিডির ক্যামেরায় আমনের ছবি উডায়। একবার ছবি উডাইছে কি আমনে শ্যাষ! আমনের চইদ্দ গুষ্টি ধইরা টান দিব। আর হেছাড়া মোগো চিন্তা করনের কি আছিল? রকেট লঞ্চারের সামনে টিকতারে এমন কোন তালা সিন্দুক কি দুনিয়ায় আছে নিহি? আইজকাইল হয়ত থাকতারে। কত রহম যন্ত্রপাতি যে বাইরাইছে! মাইনষে এহন অনেক কিছু জানে। মোর কতাতো হেইডাই।

তো, মোরা বুলু ফিলিমের দোহান, মাল কেনাবাচার পনশপের দোহান, গাড়ির লাইসেন্স দেওয়ার আরটিএ অফিস, মেডিব্যাংক বীমার অফিস সব পার অইয়া আইলাম। সিকুরিডি গেডও পার অইলাম। গাড়ি আইয়া থামলো গাড়ি রাহার জাগায়। বান্দাছান্দা খুইল্লা মোরা দুইডায় নাইম্যা গেলাম চাক্কাওলা ময়লার বিনের পিছনে। কেউ মোগো দ্যাহে নাই। সিকুরিডির গাড়ি চইল্লা গেল, বন্দ অইল ব্যাংক। রইয়া গেলাম খালি মোরা দুইজন, লগে রকেট লঞ্চার। হেরপর আর কি? মোরা ব্যাংকের পিছনের দরজা উড়াইয়া দিলাম দরাম কইরা। দ্যাহার মত এট্টা ঘডনা। বিরাট এট্টা শব্দ অইল–বুম! আর চোখখের পলকে ব্যাংকের দরজা মরজা সব হাওয়া। মোরা ভিতরে ঢুইক্কা গেলাম।

মোগো ঘডনাডা এট্টা বিরাট ব্যাংক ডাহাতির ঘডনা অইয়া যাইতারত। একশ' বচ্ছরের মইদ্দে মাইনষে হোনে নাই এইরহম বিরাট ডাহাতির ঘডনা অইতারতো যদি হ্যারা নিউ সাউথ ওয়েলস ডাটাব্যাংকের মইদ্দে অই ঘোড়ার ডিমের কম্পিউটারের ফিতা-মিতা না রাইক্কা টাহাপয়সা কিছু রাকতো। কিন্তু দুনিয়া-মুনিয়া যে ব্যাবাক পাল্ডাইয়া গেছে, হেই কতা মোরা ক্যামনে জানমু কন? মুই গ্রাফটন খাডলাম ঝাড়া পাচডা বচ্ছর। আর সনি? হালা ভোদাই তো হারাদিন থাকতো টাল অইয়া।

টীকাঃ গল্পটি সিডনি মর্নিং হেরাল্ডের গুড উইকেন্ড সাময়িকীতে ৮ জানুয়ারি ২০১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। শিরোনামঃ 'দি ওয়ান রিজন আই এ্যাম নট রিচ'। পৃঃ ১৪। সাময়িকীর সংখ্যাটি দি সামার ফিকশন ইস্যু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। লেখক তাঁর উদ্বৃতিতে বলেছেন তিনি সমাজের ব্যর্থ মানুষদের নিয়ে লিখতে পছন্দ করেন, যারা জীবনে কখনোই সফল হতে পারে না। এই গল্পটিও দু'জন ব্যর্থ মানুষ নিয়ে লেখা। আমি এই গল্পটি বাংলাদেশের মাদারিপুর-বরিশাল অঞ্চলের সাধারণ মানুষের ভাষায় অনুবাদ করেছি, পাঠকদের ভালো লাগলে চেষ্টাটা কাজে লাগলো বলে মনে করব। অনুবাদ করতে গিয়ে যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়েছি, এবং কিছু কিছু ইংরেজি শব্দও রেখে দিয়েছি। কেননা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ অবিমিশ্র ভাষায় কথা বলেন না, তাদের ভাষা বহমান এবং গ্রহণশীল।